উপদেষ্টা
ডঃ জামিলুর রেজা চৌধুরী
ডা মুহম্মদ ইব্রাহীম
ডা সৈয়দ মাহবুবুর রহমান
ডঃ হুমায়ুন আহমেদ
ডঃ ভূঁইয়া ইকবাল

সম্পাদনা উপদেষ্টা
মোঃ আবদুল কাদের

সম্পাদক
এস, এ, বি, এম, বদরুদ্দোজা

নির্বাহী সম্পাদক
খোন্দকার নজরুল ইসলাম

প্রধান নির্বাহী
ভূঁইয়া ইনাম লেনিন

সহযোগী সম্পাদক
জাকারিয়া স্বপন

সহকারী সম্পাদক
মইনউদ্দীন স্বপন
মুঃ তাবেকুল মোমেন চৌধুরী

সম্পাদনা সহযোগী
• এম, আর সিদ্দিকি • শু, সা,
• শেখ, এ, সাহিদ • বাদল হক
• আসিফ মাহমুদ • মোস্তফা আনোয়ার
• এইচ এস ফিরোজ • মাসুদ • সমর মিত্র
• শীনা ইনাম • রেহানা আখতার
• ফারুক • জহির মোসেন

বিদেশ প্রতিনিধি
ডঃ মুহম্মদ জাফর ইকবাল - আমেরিকা
তানভীর আহমেদ লেলিন - আমেরিকা
আজাদুল হক - আমেরিকা
ডঃ এস, মাহমুদ - বৃটেন
নির্মল চন্দ্র চৌধুরী - অষ্ট্রেলিয়া
মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান - পাকিস্তান
হারুনুর রশিদ - জাপান
এস, বানার্জী - ভারত
রেজোয়ান স্পুটনিক - ভারত
আঃ ফঃ মোঃ শামসুচ্ছোহা - সিংগাপুর
এন, এম, জামাল - সুইডেন

শিল্প নির্দেশনা : আহসান হাবীব

ক্যামেরা : ইয়াসীন বাবুল

কমপিউটার কম্পোজ :
কমপিউটারলাইন
১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা - ১২০৫।
ফোন : ৫০ ৬৪ ৮৫

মুদ্রণ :
ক্যাপিটাল প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজেস লিঃ
৫০ - ৫১ বেগম বাজার, ঢাকা।

প্রকাশক : নাজমা কাদের
১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা - ১২০৫।
ফোন : ৫০ ৬৪ ৮৫

দাম প্রতি কপি পনের টাকা

গ্রাহক (সাধারণ ডাকে) হবার জন্য বার্ষিক সডাক দেড় শত টাকা, এবং রেজিস্ট্রি ডাকে দুইশত টাকা, ষান্মাসিক আশি টাকা (সাধারণ ডাক) মানি অর্ডার, চেক, ব্যাংক ড্রাফট-এ "কমপিউটার জগৎ" নামে ১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা - ১২০৫ এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

সম্পাদকের দফতর থেকে

মাসিক
কমপিউটার জগৎ
সেপ্টেম্বর ১৯৯২

কোথায় আমাদের বাংলাদেশ ?

বিশ্বজুড়ে কমপিউটারের দাম কমে যাচ্ছে, পিসির দর নেমে এসেছে ৫/৮শ ডলারে, এমন খবরাখবরের মধ্যেও বাংলাদেশে পিসির দর সে অনুপাতে নামছেনা দেখে আমাদের আগ্রহী ক্রেতা ও প্রতিষ্ঠানগুলি জিজ্ঞাসায় উন্মুখ হয়ে উঠেছেন। কমপিউটার চর্চা প্রসারের জন্য কমপিউটারের সংখ্যা বৃদ্ধি এক্ষেত্রে লোকবল ও দক্ষতা বৃদ্ধির মতই জরুরী। কিন্তু উচু দরের কারণেও বাংলাদেশে নূতন প্রজন্মসহ আগ্রহী সরকারী-বেসরকারী খাত এক্ষেত্রে সাহসী হয়ে অগ্রসর হতে পারছে না।

কমপিউটার জগৎ-এর পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে আমরা দেখতে পেয়েছি, কমপিউটার বিপননকারী প্রতিষ্ঠানগুলির অবাকরকম উচ্চ প্রাতিষ্ঠানিক খরচ, বিপুল ব্যয়, কর কাঠামোতে দারুন অসঙ্গতি এবং শুল্ক ধার্য করার ক্ষেত্রে বিলম্ব ও হয়রানির দরুন কমপিউটারের জন্য ক্রেতারা চড়া দাম দিতে বাধ্য হচ্ছে।

অল্প ক দিনের মধ্যে কমপিউটারের দক্ষতা-ও কার্যকারিতা বহুগুণ বাড়িয়ে দেবার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টেলের ৫৮৬ চিপ বাজারে আসছে। এ চিপ উদ্ভাবনকারী প্রযুক্তিবিদ ও বিজ্ঞানীদের শতকরা ২০ জনই বাঙ্গালী। বাঙ্গালীদের অবদানে কমপিউটার প্রযুক্তিতে যে পরিবর্তন আসছে, তার চাপে সবাই কমপিউটারের পুরাতন প্রজন্ম ছেড়ে দিচ্ছে। তাতে বিশ্বব্যাপী দাম কমছে কমপিউটারের। কিন্তু বাংলাদেশের জনগণ সে সুবিধা লাভে বঞ্চিত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক বাজারদরের কয়েকগুণ দামে কমপিউটার বিক্রি হচ্ছে দেশে।

অভিজ্ঞ মহল জানান, মাসে পাঁচটি পিসিও যারা বিক্রি করে না এমন কমপিউটার ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান পনের/বিশ লাখ টাকা দিয়ে অফিস সাজিয়ে প্রিন্সিপ্যালদের আকৃষ্ট করছেন, তাদের অপরিমেয় ব্যয়ের বোঝা স্বভাবতই চাপছে এসব পিসি ও যন্ত্রাংশের উপর। দর যুক্তিযুক্ত করা, কর ও শুল্কের সমস্যা নিরসনে সরকার উদাসীন। বরং শুল্ক প্রশাসনের অবোধ্য পদ্ধতি ও বিসিসির দায়িত্ব বিমুখতা আমদানীকৃত কমপিউটার ছাড় করানোর ক্ষেত্রে জটিলতা বাড়িয়ে দিয়েছে। ব্যবসায়ীরা কমপিউটারের দর চড়ানোর জন্য এটাকে একটা যুক্তি হিসাবে উপস্থাপন করেন।

আমদানীকৃত কমপিউটার দীর্ঘ দিন শুল্ক বিভাগে পড়ে থাকে। এসব কমপিউটার ছাড় করাতে গেলে শুল্ক কর্তৃপক্ষ বিসিসির প্রত্যয়ন পত্র দাবী করেন। বিসিসির হাতে এমন প্রত্যয়ন পত্র দেবার কোন বিধিবিধান নেই। অস্বাভাবিক কমদাম দেখিয়ে একটি মহল বিভু কমপিউটার আমদানীকালে ধরা পড়লে কাষ্টমস কর্তৃপক্ষ বিসিসির প্রত্যয়নপত্রের রেওয়াজ অনুসরণ করেন। নিয়ম বহির্ভূত হলেও অতীতে বিসিসি কিছুদিন প্রত্যয়নপত্র দিয়েছিল। বর্তমানে বিসিসিতে কর্মকর্তা পদে রদবদল চলছে। সিদ্ধান্তদাতাদের মধ্যে বিসিসিতে কমপিউটারে বিশেষজ্ঞ এমনিতেই নেই বললেই চলে। বিসিসির ভাইস চেয়ারম্যান ডঃ মঈন খান বলেছেন, তাঁরা এমন কোন প্রত্যয়নপত্র প্রদান করবেন না। সরকার বা কর্তৃপক্ষ কোন বিকল্প পন্থাও সাব্যস্ত করেননি এবং শুল্ক কর্তৃপক্ষও তাদের প্রত্যয়নপত্রের দাবী ছাড়েননি।

এই অসুবিধার মধ্যে কমপিউটার আমদানী অবিশ্বাস্য বক্তি-ব্যমেলার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রত্যেক ব্যবসায়ীকে এখন ঘুষ, হয়রানি, ডেমারেজ দিয়ে কমপিউটার খালাস করতে হচ্ছে এবং দীর্ঘদিন পড়ে থাকা ও কথিত খোঁচাখুঁচির কারণে কমপিউটার নষ্টও হচ্ছে। এই অব্যবস্থার খেসারত দিতে গিয়ে বিশ্ববাজারে পিসির দর ৩০ হাজার টাকায় নামলেও বাংলাদেশের ক্রেতাকে অব্যবস্থা, দণ্ড শুল্ক, ডেমারেজ ও খোঁচাখুঁচির খেসারত দিতে হয় পিসি কিনতে ৫০/৬০ হাজার টাকায়। কোন সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের পক্ষে এই খেসারত মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। তবু বেঁধে মারলে যা হয়, সে মারই খাচ্ছেন ক্রেতারা। দু'একজন ব্যবসায়ীর অসাধুতা, শুল্ক বিভাগের হয়রানির স্বভাব, জনসাধারণের সমস্যার ব্যাপারে বিসিসির উদাসীনতার পরিণামে বাংলাদেশের গ্রাহক বৎসরে কোটি কোটি টাকা খেসারত দিচ্ছে। সেটা হিসাব করে দেখার জন্য মন্ত্রীসভা, অর্থমন্ত্রণালয় ও কমপিউটার কাউন্সিলকে আমরা অনুরোধ করবো। অবশ্য দেখে মনে হচ্ছে, সমস্যার সমাধান নয়, সমস্যা তৈরীই আমাদের সরকার, শুল্ক কর্তৃপক্ষ ও বিসিসির লক্ষ্য।

বাংলাদেশ কমপিউটার সার্ভিস শিল্প প্রসারের বিপুল সম্ভাবনার দ্বারে। বাজার, মেশিন ও জনশক্তি ছাড়া এ সম্ভাবনা আয়ত্ব করা যাবেনা। ভারতের ডাটাকোয়েষ্ট আগষ্ট সংখ্যায় লিখছে, দরের দিক থেকে এবং মেশিনের পরিধির দিক থেকে কমপিউটার সিস্টেম যদি উন্নত না হয়, তাহলে সফটওয়্যার রপ্তানীর সম্ভাবনা অনায়ত্ত থাকবে। বাংলাদেশে মেশিন আনয়নের পথে কৃত্রিমভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে বিভু লোক অন্যায় সুবিধা পাচ্ছেন, কিন্তু একটি সম্ভাবনাময় বিকাশের জন্য প্রস্তুতি নেবার ক্ষেত্রে দেশ পিছিয়ে পড়ছে।

ভারতের ৪৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর দিনে বলা হয়েছে, তথ্য প্রযুক্তির শিল্প মাত্র ২,০০০ কোটি রুপী বিনিয়োগ হয়েছে। বিশ্বজুড়ে কমপিউটার প্রসারের দিনে "মেরা ভারত কাঁহা" —এই হিন্দি রাজু সেলামের বুক ফাটা আর্তনাদ। পাশের সমৃদ্ধ দেশটিতে এ যখন আহাজারি তখন বাংলাদেশের কমপিউটার কাউন্সিল, তার আভ্যন্তরীণ অনিশ্চয়তা ও অদক্ষতা এবং সরকারী অমনোযোগের ফলে আমাদের বাংলাদেশ কোথায় তলিয়ে যাচ্ছে, তা অনুমান করতেও শিউরে উঠতে হয়। সমগ্র বিশ্ব আজ বিশাল বিশাল কমপিউটার নেটওয়ার্কের এক অখণ্ড তথ্য ব্যবস্থার আওতায় চলে আসছে। বিশ্বের রাষ্ট্র, সংস্থা, সরকার, একাকার হয়ে উঠছে এই কমপিউটার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে। এযুগে কমপিউটারের সংখ্যা ও চর্চা বৃদ্ধি করে বিশ্বের সাথে সংযুক্ত নাহলে সরকার ও জনগণ তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে।

বিদেশের দামে এদেশে কমপিউটার পেতে চায় নূতন প্রজন্ম ও অসংখ্য প্রতিষ্ঠান। সরকার পদ্ধতিগত সমস্যা নিরসন করার জন্য এ ব্যাপারে আশু পদক্ষেপ নেবে এবং কমপিউটার কাউন্সিলের সংকট ও সমস্যা নিরসন করে দেশকে তথ্য প্রযুক্তি শিল্পে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করবে, এ প্রত্যাশা নিশ্চয়ই আমরা আপন করতে পারি। দেশের সবকিছু বিপর্যস্ত হচ্ছে, কিন্তু নূতন সম্ভাবনার ক্ষেত্র পাশাপাশি সৃষ্টি না করলে জনগণ ও নূতন প্রজন্ম দাঁড়াবে কোথায় ?

এবারে প্রচ্ছদ শিল্পী জনাব কবির আহমেদ।